কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-১ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০২৭.০২২.০২.০০.০০৮.২০১০(অংশ-১)-৪১৩

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ন ১৪২৩ / ২০ নভেম্বর ২০১৬

বিষয় : 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) আইন' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের ওপর ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে। এক্ষণে, সর্বসাধারণের লিখিত মতামত/সুপারিশ (যদি থাকে) ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে সরাসরি অথবা ই-মেইল: dsinput1@moa.gov.bd তে প্রেরণের জন্য খসড়া আইনটি নির্দেশক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.moa.gov.bd) প্রকাশ করা হলো।

সংযুক্ত: প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া ০৪(চার) পাতা।

২০.১১.১৬

(মোর্শেদা আক্তার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৭৪১৪
ই-মেইল:dsinput1@moa.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

অনুলিপি:

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ... (..... সালের ..... নং আইন)

যেহেতু বরেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই আইন **বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ...** নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "বরেন্দ্র এলাকা" অর্থ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সেই সকল উঁচু, সাধারণতঃ বন্যামুক্ত কিন্তু প্রায়শঃই খরা কবলিত এবং মূলত এক ফসলি এলাকা যা সাধারণ্যে বরেন্দ্র এলাকা বলিয়া পরিচিত এবং সরকারি গেজেট দ্বারা বরেন্দ্র এলাকা বলিয়া ঘোষিত;

(খ)''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(গ) ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' অর্থ এই আইনের অধীনে কোন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি।

(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ এই আইনের ৪ ধারার বর্ণিত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান।

(ঙ) ''বিধি'' অর্থ এ আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

(চ) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান।

(ছ) ''নির্বাহী পরিচালক'' অর্থ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক।

৩। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ।-

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কর্তৃপক্ষ স্বীয় নাম ব্যবহারে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান।-

(১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন;

(ক) চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(খ) চেয়ারম্যান এ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদ।-

(১) কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক যিনি পদাধিকারবলে পর্ষদের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি।

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারি সদস্য।

(ঘ) বাংলাদেশ পুলিশ এর রাজশাহী ও রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি (পদাধিকার বলে)।

(ঙ) বরেন্দ্র এলাকা যে সকল জেলায় অবস্থিত সে সকল জেলার জেলা প্রশাসক (পদাধিকার বলে)।

(চ) "পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি"

(২) পর্ষদের সদস্যগণ বিধি দ্বারা বা নির্ধারিত বা কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক তাঁহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্বসমূহ পালন ও কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন করিবেন।

৬। উপদেষ্টা পরিষদ এর গঠন, ক্ষমতা ইত্যাদি।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে যথা ঃ
(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) বিএমডিএ'র এলাকাধীন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সকল সদস্য, যাঁহারা ইহার সদস্যও হইবেন;
(গ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য হইবেন,
(ঘ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-সদস্য।
(ঙ) মহা-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা- সদস্য।
(চ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা- সদস্য।
(ছ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন- সদস্য।
(জ) বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী/রংপুর- সদস্য।
(ঝ) মহা-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া- সদস্য।
(ঞ) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - সদস্য।
(ট) নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - সদস্য-সচিব।
(২) উপদেষ্টা পরিষদ বছরে নূন্যতম ২ (দুই) টি সভায় মিলিত হইয়া কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করিবেন।

৭। প্রধান কার্যালয়।-

(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে থাকিবে।
(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বরেন্দ্র এলাকার যে কোন স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৮। কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র ।-

কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র হইবে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বরেন্দ্র এলাকা বলিয়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত সমগ্র এলাকা।

৯। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।-

কর্তৃপক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে। যথা ঃ-

(১) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার;
(২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ;
(৩) পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণকল্পে বৃক্ষ রোপণ;
(৪) কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে ফিডার রোড নির্মাণ;
(৫) স্থাপিত সেচযন্ত্র থেকে পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ;
(৬) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

১০। পরিচালনা পর্ষদের সভা।-

(১) পর্ষদের সভাসমূহ চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে; কর্তৃপক্ষের সভায় কোরাম গঠনের জন্য অন্যূন ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(২) সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

১১। কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক।-

(১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।
(২) তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং আয়ন ও ব্যয়ন কার্যাদিসহ ইহার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন।

১২। কর্তৃপক্ষের কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি।-

(১) কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।
(২) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। তহবিল।-

১। কর্তৃপক্ষের একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং ইহাতে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবেঃ

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত ঋণ;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন দেশী বা বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও সাহায্য;
(ঙ) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং
(চ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত সূত্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ / আয়সমূহ উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে পৃথকভাবে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা রাখিতে হইবে;

(৩) কর্তৃপক্ষের তহবিল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে ইহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে;

(৫) কর্তৃপক্ষের তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৬) স্থায়ী অগ্রিম হিসাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের সমুদয় অর্থ ব্যাংকে কর্তৃপক্ষের নামীয় হিসাবে জমা রাখা হইবে এবং উক্ত অর্থ নির্বাহী পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখতকৃত চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা যাইবে।

(৭) চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এই তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে এবং ইহার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে এই তহবিল ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা পর্ষদের থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান নিয়মনীতি ও বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৮) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প হইতে অর্জিত অর্থের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অংশ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে/সরকারি হিসাবে জমা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরুপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।

১৪। বাজেট।-

(১) কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের অর্থ এক খাত হইতে অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাইবেনা।

১৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।-

(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ ইহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতিবৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত চার্টার্ড একাউনটেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের যে কোনো সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article ২(১) (ন) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৬। প্রতিবেদন।-

(ক) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(খ) সরকার প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় ইহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ তা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-

সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে।

১৮। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। চুক্তি সম্পাদন।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।- কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনবোধে, কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২১। **ক্ষমতা অর্পণ**।- পরিচালনা পর্ষদ ইহার যে কোনো ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে নির্বাহী পরিচালক অথবা সচিবকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২২। **তদন্তের ক্ষমতা**।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের সার্বিক কর্মকাণ্ড বা কোনো বিশেষ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য সরকার কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিটি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তদন্তের বিষয়ে ইহার প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রদান করিবে, এবং উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে সরকার, প্রয়োজনবোধে, কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ**।-

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইংরেজিতে অনুদিত এই আইনের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।-

১) এ আইন বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন, বিধিবিধান, সম্মতি বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন প্রারম্ভিকভাবে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকার উন্নয়ন কল্পে এবং পরবর্তীতে রেজুলেশন বলে গঠিত বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হইবে এবং বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিলুপ্ত কার্যালয়-এর

(ক) সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল দাবী ও অধিকার বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর হইবে এবং এ কর্তৃপক্ষ ইহার অধিকারী হইবে;

(খ) সকল ঋণ দায়-দায়িত্ব বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে;

(গ) দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন চুক্তি দলিল বা চাকরির শর্তে যা কিছুই থাকুক না কেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন- ---- এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের কর্মচারী হিসেবে চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং এরূপ নিয়োজিত হইবার পূর্বে তাহারা যেই শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন- ---- এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(২) এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখের রিজলিউশান নং- পিএমইউ (সেচ) প্রকল্প-২১(৪)/৯০/১৫ বলে গঠিত কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত বিলুপ্তকৃত কর্তৃপক্ষের সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, দায়-দেনা ইত্যাদি এই আইনের অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের কৃত সকল কাজের ও গৃহীত সকল ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা এই আইনের অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে এবং এই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।